তা. 24 MAR 2016
পৃ. 10 কলাম 8

সংবাদ

বেরোবি ছাত্র আবাসিক হলের ডাইনিংয়ে অনিয়মের মহাযজ্ঞ

- বঙ্গবন্ধু হলে ফাও খাওয়ার হিড়িক
- নীরব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

লিয়াকত আলী বাদল ও তপন কুমার রায়, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক দুই হলের ডাইনিং এর ব্যবস্থাপনায় চলছে অনিয়োমের মহাযজ্ঞ। এক হলে চলছে ফাঁও খাওয়ার হিড়িক আর অন্য আরেকটি হলে ডাইনিংয়ের কর্মচারীদের সঙ্গে লিয়াজু করে অবৈধভাবে মাত্র ২০ টাকায় মিলে খাবার। এ বিষয়ে হল প্রশাসন বিভিন্ন মাধ্যমে অবগত থাকলেও নীরব ভূমিকা পালন করছে বলে একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেছে। এরইমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ফাও খাওয়াকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দু'পক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষসহ হলে বিভিন্ন কক্ষে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। সরেজমিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ মুক্তার ইলাহী হলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ৬ মাস আগে চালুকৃত এই দুই হলে শুরু থেকেই বিভিন্ন সমস্যা লেগেই আছে। প্রথম থেকেই অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা আর অনিয়োম দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল। এই হলে ক্ষমতা আর প্রভাব দেখিয়ে বেশকিছু শিক্ষার্থীর চলে ফাও খাওয়ার হিড়িক। এ বিষয়ে হলে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা জানলেও প্রতিবাদ করতে পারে না। ইতোমধ্যে ফাও খাওয়াকে কেন্দ্র করে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দিনভর দফায় দফায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তবে আজ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ফাও খাওয়ার বিষয়ে কোন কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারেনি প্রশাসন। ফলে সবার প্রকাশ্যে ও গোপনে চলে ফাও খাওয়া। অথচ হলে অবস্থানরত অন্যান্য ছাত্রদের একদিনের খাওয়া বাবদ ৪০ টাকা একদিন আগে হল প্রশাসনের কাছে জমা দিয়ে খেতে হয়। অন্যদিকে শহীদ মুক্তার ইলাহী হলে প্রতিদিন খাওয়া বাবদ ৪৫ টাকা করে ধার্য করা হলেও অনেক শিক্ষার্থী হল প্রশাসন কাছে এই টাকা জমা না দিয়ে ডাইনিংয়ের কর্মচারীদের সঙ্গে লিয়াজু করে অবৈধভাবে মাত্র ২০ টাকায় খাবার খাচ্ছে বলে হলের একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেছে। এই অনিয়োমের মাত্রা এত বেশি প্রচার হয়েছে যে শুধু ওই হলের নয় পার্শ্ববর্তী বঙ্গবন্ধু হলসহ বাইরের অনেক শিক্ষার্থীই এ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই হলের একাধিক শিক্ষার্থী এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এমনিতেই হলগুলোতে সরকার থেকে কোন ভুর্তকি দেয়া হয় না। আমাদের নিজেদের টাকা দিয়ে মিল (খাবার) চালানো হয়। খাবারের মান মোটেও ভালো নয়। তার উপরন্তু এই অনিয়োমের কারণে খাবারের পরিমাণ বিশেষ করে শাকসবজি, তরিতরকারিতে ঘাটতি পড়ে। নিম্নমানের খাবার আরও নিম্নতর হয়।' এ বিষয়ে হল প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ প্রত্যাশা করেন শিক্ষার্থীরা। হলে ফাও খাওয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট কমলেশ চন্দ্র রায় সংবাদকে বলেন, যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে ইতোমধ্যে তাদের ডেকে আমি এসব কাজ করতে নিষেধ করেছি। যেহেতু সরকারি কোন ভুর্তকি দেয়া হয় না শিক্ষার্থীদের নিজেদের টাকায় ডাইনিং চলে তাই এটি তাদেরই বন্ধ করতে হবে।

অন্যদিকে শহীদ মুক্তার ইলাহী হলের প্রভোস্ট আমির শরিফ (চলতি দায়িত্ব) ২০ টাকার বিনিময়ে খাবারের বিষয়ে অবগত নয় বলে জানান। তবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে হলের প্রধান বাবুর্চিকে ফোন দিয়ে অভিযোগটির সত্যতা রয়েছে বলে জানতে পারেন। এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যেই কর্মচারীই জড়িত থাকুক না কেন তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে প্রভোস্ট নিশ্চিত করেন। হলে ভাঙচুরের ঘটনার তদন্তে ধীরগতি : এদিকে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ফাও খাওয়াকে কেন্দ্র করে দিনভর দফায় দফায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, হামলা ও বঙ্গবন্ধু হলের বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনায় গঠিত ৪ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটিকে ঘটনার ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হলেও আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। তবে শীঘ্রই চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার লক্ষ্যে একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট' ও তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক কমলেশ চন্দ্র রায়।